হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮জন আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হরিশপুর গ্রামের লালন বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

আহতরা হলেন হরিশপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসেন (৩২), আশান মন্ডলের ছেলে মন্টু মন্ডল (৪৩), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর বিশ্বাস (৪৬) ও পার্বতীপুর গ্রামের নুপুর মন্ডলের ছেলে বাপ্পী হোসেন (৩২)।

এদের মধ্যে আফাঙ্গীর বিশ্বাস জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদের অনুসারী এবং অন্যরা সাবেক সাংসদ মসিউর রহমানের ছেলে ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাক বাবুর অনুসারী বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে আলামিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য প্রয়াত মসিউর রহমানের এমপির অনুসারীদের কর্মীসভা চলছিল। সেখানে তাঁর ছেলে ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. ইব্রাহিম রহমান উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে পাশের জটারখালি বাজার এলাকায় সভা চলছিল জেলা বিএনপির সভাপতি ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড. এম এ মজিদের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের। সেখানে দলটির জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন এবং উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি দু’পক্ষের সভাকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সেটি সংঘর্ষে রুপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষ লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের ৮ জন

আহত হয়। এছাড়া বাবু সমর্থকদের সভাস্থলে চেয়ার ভাঙচুর করা হয়।

ডা. ইব্রাহিম রহমান বাবু অভিযোগ করেন, লালন বাজার এলাকায় তাদের কর্মীসভা চলছিল। তখন সেখানে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় মজিদ সমর্থকরা। এ সময় তাদের লোকজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা হয়। এ সময় তাদের সভাস্থলের মঞ্চ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের লোকজনকে নিয়ে সভা করছিল প্রতিপক্ষরা। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি সেটি সামাল দিতে গেলে তারা আমার ওপর আক্রমণ করে।

হরিণাকুণ্ডু হাসপাতালের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, আহত ৪ জনের মধ্যে দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। তার মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বাকি দু’জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এসময় কয়েকজন পুলিশও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ রউফ খান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে আমি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিই। তবে সেখানে বড় ধরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তারকে মোবাইলে কল করা হলে তিনি সেটি রিসিভ করেননি।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের দেড় বিঘা জমির পাঁকা ধান পুড়িয়ে দিলো

দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এক কৃষকের দেড় বিঘা জমিতে কেটে রাখা পাকা ধান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।গত সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পারফলসী গ্রামে শরিফুল ইসলাম নামের এক কৃষকের ধান ক্ষেতে এই ঘটনা ঘটে। কৃষক শরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আইনুদ্দীন মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শরিফুল ইসলামের জমির ধান পেকে যাওয়ায় তিনি গত সোমবার সেই ধান কেটে ক্ষেতেই রেখেছিলেন। কিন্তু রাত সাড়ে আটটার দিকে জমিতে কেটে রাখা ওই ধানে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।

সরকার পরিবর্তণের পর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকের ক্ষেতের ধান কেটে নেওয়া, মাঠ থেকে সেচকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিনচালিত স্যালো মেশিনের মোটর চুরি এবং পাটবোঝাই কয়েকটি আলমসাধু চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকার কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

শরিফুল ইসলাম বলেন, ৬০ শতাংশ জমির ধান কেটে ক্ষেতেই স্তুপ করে রেখে এসেছিলাম। ধান বাড়িতে নিতে গাড়ি না পাওয়ায় ঘরে তুলতে পারিনি। পরদিন ভোরে এসব ধান বাড়িতে আনার কথা ছিল। তবে এর আগেই সোমবার রাতে সব ধান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে কে বা কারা ধানে আগুন দিয়েছে সেটি বলতে পারছি না । এতে তাঁর প্রায় ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন এর আগেও কারা আমার মাছের পুকুরে বিষ দিয়েছিল। এব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ রউফ খান বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। মঙ্গল বারে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়টি জানার পর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নির্বাহী অফিসার বিএম তারিকুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছেন এবং তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

হরিণাকুণ্ডুতে ভ্রাম্যমান আদালতে তিন ব্যবসায়ীর জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে গত দুইদিনে এক ভূষিমাল ব্যাবসায়ী ও দুজন ঔষধ বিক্রেতার নিকট থেকে ১০হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈষিতা আক্তার।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে হরিণাকুণ্ডু বৈঠাপাড়া এলাকায় ঔষুধ বিক্রেতা হাফিজূর রহমানের ছেলে শাহ আলম কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধ রাখা, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয় সহ আনুমতি বিহীন বিদেশি ঔষধ রাখা ও বিক্রয়ের অপরাধে “ঔষুধ ও কসমেটিক আইন”২০২৩ সালের ৪০ এর ক,খ ও গ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করছেন।

একই সময়ে তিনি হরিণাকুণ্ডু পৌর এলাকার বন্দে আলীর ছেলে ঔষুধ বিক্রেতা রাশেদুল ইসলাম কে ভ্রাম্যমান আদালতে একই অপরাধে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

এসময় ঝিনাইদহ জেলা ঔষধ পরিদর্শক ইকরামূল করিম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নাজির কাম ক্যাশিয়ার সুদ্বীপ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও আগের দিন পার্বতীপূর বাজারে পলিথিন ও পণ্যে প্লাস্টিক মোড়ক ব্যাবহারের অপরাধে মৃত নূর আলীর ছেলে ভূষিমাল ব্যাবসায়ী নজরুল ইসলাম কে ভ্রাম্যমান আদালতে ” পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যাবহার আইন-২০১০ এর ১৪ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন তিনি। এসময় ঝিনাইদহ জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা কে এম আব্দুল বাকী ও সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর নাজির কাম ক্যাশিয়ার সুদ্বীপ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য ভ্রাম্যমান আদালত চলাকালীন সময়ে সকল অপরাধীর কাছ থেকে অপরাধ করবেনা মর্মে মুচলেকা আদায় করেন এ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঈষিতা আক্তার।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কাজে হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত

বয়স ১৮ না হলে বিবাহ নয় এই শর্ত পূরণকৃত কিশোরীদের উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থানের সহয়তা প্রকল্প ২য় পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) অর্থায়নে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও প্রণোদনা বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে অত্র বিদ্যালয়রে প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক টিটুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বি.এম তারিক-উজ-জামান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান ও সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন।

প্রশিক্ষণ শেষে আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও লালন একাডেমির ৩৩ জন শিক্ষার্থীর মাঝে সঞ্চয় ও প্রণোদনার চেক এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডু ইউনিয়নের স্কুল

কলেজ দখল ইউপি চেয়ারম্যান ঝন্টুর কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য!

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু ইউনিয়নের স্কুল কলেজ দখল করে বাবা, ভাই ও অনুসারিদের সভাপতি বানিয়ে কোটি টাকার উপরে নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। ইউনিয়নে তার ভয়ে কথা বলারমত শাহস করতেন না কেউ। স্কুল, কলেজ হাট বাজার, বাউড় সবই ছিল তার দখলে। তিনি কখনো আওয়ামী লীগের এমপি, কখনো উপজেলা চেয়ারম্যান, কখনো দলীয় নেতাদের লাঠিয়াল বাহিনি হয়ে একাধিক মানুষের উপর হামলা ও মারধর করেছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর একের পর এক সবাই মুখ খুলতে শুরু করেছে।

ঝন্টু চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নেনর ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ল্যাব সহকারী, অফিস সহায়ক, আয়া, নিরাপত্তা কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও নৈশ প্রহরী নিয়োগ দিয়ে ৮২লক্ষ টাকা বাণিজ্য করেছে। গত ২০২২/২০২৩ সালে এই নিয়োগ সম্পন্ন করেণ। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদে শিল্পি খাতুনের নিকট থেকে ৪ লাখ, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহন কুমারের নিকট থেকে ১৫ লাখ, অফিস সহায়ক আকিমুলের নিকট থেকে ৯লাখ, ল্যাব সহকারী তানভিরের নিকট থেকে ১৪ লাখ, আয়া রুমানার নিকট থেকে ১০ লাখ, পরিচ্ছন্নতা কর্মী মুন্নার নিকট থেকে ৯লাখ, নিরাপত্তা কর্মী অচিন্তের নিকট থেকে ১১ লাখ ও নৈশ প্রহরী দুর্জয় এর নিকট থেকে ১০ লাখ ঘুষ নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
এছাড়া বাবা গোলাম রহমানকে ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি বানিয়ে ৩জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে ২২লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। এর মধ্যে অফিস সহায়ক শাহীন এর নিকট থেকে ৮লাখ, নিরাপত্তা কর্মী মানোয়ার হোসেন মন্টুর নিকট ৯লাখ এবং পরিচ্ছন্না কর্মী রাম কুমার বাশফোড়ের নিকট থেকে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এছাড়াও ছোট ভাই এ্যাড. আশরাফুল ইসলামকে হাজী আরশাদ আলী কলেজের সভাপতি বানিয়ে নিজের ছেলেকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দিয়েছে আর অন্য দুই প্রার্থীর নিটে থেকে ২৩লাখ টাকা বাণিজ্য করেছে। তাদের মধ্যে তমাল হোসেনের নিকট থেকে ১৫ লাখ এবং িআশক রহমানের নিকট থেকে ৮লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। এছাড়া ইউনিয়নের অন্যান্য

স্কুলেও প্রভাব একাধিক প্রার্থীর নিয়োগের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

ঘোড়াগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিল্পি খাতুন বলেন, চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু তার নিজের মত স্কুলের কমিটি গঠন করেছিলো । পরে নিয়োগ দিয়েছে। এতে আমার কোন হাত নেই। আমি প্রধান শিক্ষক বাধ্য হয়ে সব সময় সব কাজে স্বাক্ষর করেছি।

ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী ইউনুচ আলী বলেন, আমি বংশীয় লোক। আমি নিয়োগ দিয়ে কোন টাকা/ঘুষ নিইনি। মাত্র ৩ লক্ষ টাকা নিয়োগের খরচ বাবদ নেওয়া হয়েছিলো। নিয়োগের খরচের পর বাকী টাকা বিদ্যালয়ের রুম করা হয়েছে ও সভাপতির নিকটে আছে।

কাপাশহাটীয়া হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাকির হোসেন বলেন, সরকরী নিয়ম মাফিক নিয়োগ হয়েছে। বাকীটা সভাপতি জানেন।

কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু বলেন, টাকা পয়সা দিয়ে কাওকে চাকুরী দিই নি। এর কোন ভিত্তি নেই। এসব ভিত্তিহীন কথা।

হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধরের ঘটনায় বিএনপির এক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনার জেরে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে অন্তত অর্ধশতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে শতাধিক বাড়িঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও গরু ছাগল। বিএনপি সমর্থকরা এসব ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে দাবি

আওয়ামী লীগ সমর্থকদের। আজ রোববার ভোরে উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার বিকেলে ওই এলাকার বাঁকচুয়া লক্ষ্মীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধর করে ওই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসিরুল ইসলাম ও ছাত্রদলের সভাপতি রিপনসহ কয়েকজন।

এ ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিন্টু মালিতাকে কুপিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রোববার ভোরে ওই ইউনিয়নের তৈলটুপি, ভায়না, বাগআচড়া, দোবিলা, মালিপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশত বিএনপি নেতাকর্মী এসে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং লুটপাট করে।

উপজেলা কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেন দাবি করেন, ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গ্রামের ঘুমন্ত নিরীহ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে অতর্কিত হামলা করে বিএনপি সমর্থকরা। এ সময় অন্তত অর্ধশতাধিক বাড়িতে ভাঙচুর ও তান্ডব চালোনা হয়। প্রায় শতাধিক বাড়ির আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, ও গরু ছাগল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ অস্বীকার করে ভায়না ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, কে বা কারা এসব করেছে সেটি আমরা জানিনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের নেতাদের নামে মিথ্যা প্রচারণার কারণে আমাদের কয়েকজন কর্মীর সাথে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাকবিতন্ডা হয়। তার জেরে আমাদের মিন্টু মালিতা নামে এক নেতাকে কুপিয়ে আহত করেছে। আমরা তার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

ভায়না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা তুষার দাবি করেন, গতকাল শনিবার রাত থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের পরিকল্পনা চলছিলো বলে আমরা জানতে পেরেছিলাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা অনেকবার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছি । তবে কেউ সেখানে যায়নি। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত একটানা লক্ষ্মীপুর ও বাঁকচুয়া গ্রামে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। যদি আগে থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের কথার গুরুত্ব দিতো তাহলে এই তান্ডব হতো না। এখন আতঙ্কে শত শত মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে

বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে খবর পেয়ে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে যান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের লোকজনের সাথে কথা বলেন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয়পক্ষকে আহব্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কোনো পক্ষ থানায় মামলা বা অভিযোগ দেয়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে শিক্ষা অফিসের হিসাবরক্ষক দিয়ে নিয়োগ বোর্ড বসালেন মাদ্রাসা কমিটি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসায় বড় অংকের ঘুষের বিনিময়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পরিবর্তে অফিসের হিসাবরক্ষক কাম অফিস সহকারীকে দিয়ে বিধি বহির্র্ভূত ভাবে ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটর ল্যাব সহকারী নিয়োগের বোর্ড বসানোর অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার (২৬ জুলাই) সকাল নয়টায় অতি গোপনে নিজ মাদ্রাসায় এই নিয়োগ বোর্ড বসান প্রতিষ্ঠানের সুপার আব্দুল আলিম। এই নিয়োগ নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ এবং নিয়োগের বিপরিতে রয়েছে মামলাও তবে কোন বিষয় তোয়ক্কা না করে ২০লক্ষ টাকার বিনিময়ে দেশের এই কারফিউ পরিস্থিতির মধ্যেও নিয়োগ বোর্ড বসালেন মাদ্রাসা সুপার।

মাদ্রাসার নিয়োগ প্রত্যাশি দুজন ভুক্তভোগীর মধ্যে আফরিন জাহান নামে একজন এই পাতানো নিয়োগ বন্ধের দাবী জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করেছে। এই আবেদনে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান একাধিকবার নিয়োগের সার্কাকুলার দিয়েছে, আমি ল্যাব সহকারী পদে চাকুরীর জন্য প্রথমবার আবেদন করেছি, কিন্তু আমাকে কিছু না জানিয়ে

এবং পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইস্যু না করে টাকার বিনিময়ে সম্পুর্ণ বিধি বহির্ভূত ভাবে এবং গোপনে নিয়োগ বোর্ড বসিয়েছেন, তদন্ত সাপেক্ষে আমি এই অবৈধ নিয়োগ বোর্ড বাতিল এবং এই ঘুষখোর নিয়োগ কমিটির বিচার দাবি করছি।

আরও জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের দাতা সদস্য আসাদুল ইসলাম, ২০ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গোপনে দেশের অপচলিত পত্রিকায় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কারণে হরিণাকুণ্ডু নির্বাহী অফিসারের নিকট লিখিত আবেদন করেন । আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাহী অফিসার উভয় পক্ষকে ডেকে একটি সমঝতা করে দেন। এরপর আবার ষড়যন্ত্র করে গোপনে ১০অক্টেবর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলে দাতা সদস্য আদালতে মামলা করেণ, যার নং ১৫/২৩, মামলাটি চলমান রয়েছে। এই অবস্থায় আবার তৃতীয়বার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিটির কয়েকজনকে নিয়ে গোপনে মিটিং করে টাকা ভাগাভাগির মাধ্যমে গত ১৯ জুলাই সবত্র শাট ডাউনের মধ্যে নিযোগ বোর্ড বসানোর চেষ্টা করে। বিষয়টি জানাজানি হলে তা আর সম্ভব হয়নি। পরে একই কায়দায় গত ২৬ জুলাই মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী রাজিয়া সুলতানার উপস্থিতিতে নিয়োগ বোর্ড বসান।

সেখানে বিধি মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের উপস্থিত বাধ্যতামূলক থাকলেও তার পরিবর্তে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ ফিরোজ আহমেদ প্রতিনিধিত্ব করেণ যা সম্পুর্ণ অবৈধ। এবিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন, আমার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ বোর্ডে হিসাবরক্ষকে পাঠিয়েছি, তবে রেজুলেশনে আমি স্বক্ষর করবো। তাকে প্রতিনিধি পাঠানোর নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন ডিসি সাহেব প্রতিনিধি পাঠালে হবে, আমি পাঠালে হবে না কেন? এবিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারই মন্ত্রনালয়ে প্রতিনিধি ওনাকে স্বশরীরে নিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত থাকতে হবে ওনি কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে পারেন না, পাঠালে নিয়োগ বোর্ড হবেনা। নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সুপারেন্টটেন্ড মোঃ আব্দুল আলিম বলেন আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা নিয়োগ বোর্ডে আসছেন তাদের দিয়েই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সঠিক হয়েছে কিনা ওনারা ভাল জানেন। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন কোর্টের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি। এছাড়াও সুপারের বিরুদ্ধে ক্যাশবুক লেখায় অনিয়ম, ছাত্রছাত্রীদের বেতন আদায়, শিক্ষকদের ভাতা

প্রদান, কৃষি জমির আয়, অনুদান, সঠিক ভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে হাতে রেখে খরচ করার অভিযোগও রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি টুলু মন্সীকে বার বার ফোন দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বেশ চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এঅবস্থায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে স্বচ্ছতার সাথে বিধিমোতাবেক নিয়োগের আবেদন জানান এলাকাবাসী।

হরিণাকুণ্ডুতে পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পুকুরের পানিতে ডুবে সিয়াম (১৩) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্র মৃত্যু হয়েছে। মৃত সিয়াম উপজেলার শিতলী গ্রামের রোকেয়া খাতুন কোওমী মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র এবং কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকার পারখাদ্দি গ্রামের শামীম হোসেনের পুত্র। ইতিমধ্যে তার ১৭’পারা কোরআন শরীফ সমাপ্ত হয়েছে।

সহপাঠী এবং স্থানীয়রা জানান, গতকাল শুক্রবার দুপুরে প্রতিদিনের ন্যায় মাদ্রাসার পিছনের পুকুরে সিয়ামসহ অনেক ছাত্র গোসল যায়। সবাই উঠে আসলেও সিয়ামের খোজ কেউ করেনি পরে রাতের বেলায় প্রতিষ্ঠানের হুজুর হাজিরা নিয়ে দেখে সিয়াম নাই। তখন অনেক খোজা খুজির পরেও তাকে ওই দিন পাওয়া যায়নি। আজ শনিবার (২৭ জুলাই) সকালে পুকুরে সিয়ামের লাশ ভেসে উঠেতে দেখে সবাই নিশ্চিত হয় যে, সে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে। পরে পুলিশ এবং তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে এবং দেখে তার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই, পানিতে ডুবেই শিশুটি মৃত্যু বরণ করেছে বলে ধারণা করছেন। পরিবারের আপত্তির কারণে তার লাশটি পোস্টমোর্টেম করা হচ্ছেনা বলে জানান পুলিশ।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: জিয়াউর রহমান, শিতলী গ্রামের রোকেয়া খাতুন কোওমী মাদ্রাসার ছাত্র সিয়াম (১৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণের খবরটি নিশ্চিত করেন।

খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক বছর ধরে চালকের অভাবে অচল হয়ে পড়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স, রয়েছে চিকিৎসক সংকট ভোগান্তি বাড়ছে রোগীদের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানেও না কবে আসবে চালক ও পূরণ হবে চিকিৎসকদের শুন্যপদ।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, অ্যাম্বুলেন্স রাখার গ্যারেজ তালাবদ্ধ। ভেতরে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স। সামনে রাখা বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও মাইক্রোবাস। ভেতরে যেতে বহির্বিভাগে দেখা মেলে রোগীদের উপচে পড়া ভিড়। অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাত্র তিনজন চিকিৎসক দিচ্ছেন শত শত রোগীর চিকিৎসা। ওয়ার্ডগুলোতে শয্যা সংকটে মেঝেতে রয়েছেন রোগী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের ২৮টি পদ রয়েছে অথচ কর্মরত আছেন মাত্র ১১ জন। এর মধ্যে ১০ জন জুনিয়র কনসালট্যান্ট ও ১৮ জন মেডিকেল অফিসার থাকার কথা। অথচ কর্মরত আছেন জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে তিনজন এরমধ্যে দু’জন ডেপুটেশনে অন্যত্র কর্মরত। একজন কনসালট্যান্ট দিয়ে নানা ধরণের অস্ত্রোপচার সেবা দেওয়া হয়।

১৮ জন মেডিকেল অফিসারের পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন ১০ জন। এর মধ্যে চার/পাঁচ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণসহ নানা কাজে প্রায়ই বাইরে থাকেন। এতে বিঘ্নিত হচ্ছে চিকিৎসাসেবা। এদিকে রোগী বহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও এক বছর ধরে নেই চালক। ফলে ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে সেবাবঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা।

জানা যায়, ২০০৩ সালে ৩১ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়। পরে ২০০৭ সালে এটি ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। শুরু থেকেই একটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সেবা দেওয়া হচ্ছিল

রোগীদের। এরই মধ্যে গত বছরের জুলাই মাসে চালক শফিউদ্দীন অবসরে যান। তার পরিবর্তে কোনো চালক নিয়োগ না হওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় সেবা। ফলে গ্যারেজে পড়ে থেকে নষ্ট হওয়ার উপক্রম অ্যাম্বুলেন্সটি।

রোগীর স্বজনরা বলছেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলাসহ কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে রোগী নিযে যেতে কয়েক গুন টাকা বেশী গুনতে হচ্ছে। এ ছাড়া থাকে নানা ভোগান্তি। সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা থাকলে মাত্র ২০ টাকা প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া দিয়ে বাইরে রোগী নিয়ে যাওয়া যায়। সরকারি অ্যাম্বুলেন্স না থাকায় প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স ও মাইক্রোতে করে রোগী নিতে হচ্ছে। জরুরি মুহূর্তে ওই সকল গাড়ির চাকলেরাও গলাকাটা ভাড়া দাবি করে। প্রায় সময় দালালদের কাছে নানা হয়রানীর শিকার হতে হয়। অনেক সময় রোগীর অবস্থা খারাপ হলে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে রোগী মারা যাওয়ার উপক্রম হয়।

স্বজল হোসেন নামে এক রোগীর স্বজন বলেন, হরিণাকুণ্ডু থেকে ঝিনাইদহে রোগী নিয়ে গেলে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে ভাড়া লাগে ৪০০ টাকা। কিন্তু বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স বা মাইক্রোবাস চালকরা ভাড়া নেন দেড় হাজার টাকা। অনেকে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর বা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী নিয়ে যান। আগে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে কুষ্টিয়ায় রোগী নিলে ভাড়া পড়ত ৭০০ টাকা। এখন তারা ২ থেকে ৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রতিদিন অন্তত ৭৫০ রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। তিন-চারজন চিকিৎসক দিয়ে এত মানুষের সেবা দিতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে একটানা আড়াইটা-৩টা পর্যন্ত চিকিৎসা দেন। তিনি প্রতিদিন অন্তত সাড়ে ৩৫০ রোগী দেখেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জামিনুর রশিদ বলেন, ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সব সময় ৭০-৮০ জন রোগী ভর্তি থাকে। চিকিৎসক সংকট থাকায় চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খেতে হয়। অ্যাম্বুলেন্সের চালকের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চাহিদা পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সকল সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছেন তিনি।

হরিণাকুণ্ডুতে নবাগত সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর যোগদান

ঝিনাইদহ জেলা হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে ঈষিতা আক্তার সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান করলেন।

গত মঙ্গলবার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আক্তার হোসেন ফুলের তোড়া দিয়ে নবাগত সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে বরণ করে নেন। তিনি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এসে হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে যোগদান করলেন। এর আাগে তিনি খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগদান করেন।

নবাগত সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ঈষিতা আক্তার ২০১৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি ভূমি সেবা নিশ্চিতে ও আইনের শ্বাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলাবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।